উন্নয়ন বিতর্ক

একাদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা মার্চ ১৯৯২

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের নীতি ও কৌশল
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সংকট ও ব্র্যাক স্কুল কর্মসূচী
আহমদ মোশতাকুর রাজা চৌধুরী
কানিজ ফাতেমা
মুহম্মদ গোলাম সাত্তার

তাঁতশিল্প
এম এস আলম মিয়া

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সংকট ও ব্র্যাক স্কুল কর্মসূচী

আহমদ মোশতাকুর রাজা চৌধুরী *
কানিজ ফাতেমা *
মুহম্মদ গোলাম সাত্তার *

ভূমিকা

বাংলাদেশে সমস্যার অন্ত নেই। স্বাধীনতার বিশ বছর পরেও সমাজ ও জাতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর সমস্যা, সংকট ও বিশৃংখলা বিরাজ করছে। শিক্ষা সমস্যা এ থেকে কোনভাবেই আলাদা নয়। এখানেও রয়েছে প্রচুর সমস্যা ও ব্যর্থতা।

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড এ আপ্তবাক্য আমরা লালন করে আসছি অনেকদিন থেকেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা যা দেখছি, এ পর্যন্ত যা অর্জন করতে পেরেছি তাতে নিরাশ না হয়ে উপায় নেই। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার ৩৬, মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার আরও অনেক কম। আমাদের প্রতিবেশী ভারতে এই হার ৪৮ এবং শ্রীলংকার ৮৮[১]। গ্রামাঞ্চলে যেখানে আশি শতাংশ লোক বাস করে সেখানে অবস্থা আরও চরম। সেখানে শতকরা ৮৬ ভাগ মহিলা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। যদিও দেশের বেশীর ভাগ লোকের বাস গ্রামাঞ্চলে কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট খরচের ৭০ ভাগই হয় শহরাঞ্চলে, যার বেশীর ভাগই উচ্চতর যেমন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে[২]। মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিএনপি) শতকরা ২২ ভাগ বাংলাদেশ তার শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। এই হার দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অন্যান্য দেশের গড় হারের অর্ধেক[৩]।

কিন্তু এই ব্যর্থতার কাছে কি আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে? আমরা যদি জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে থাকতে চাই তাহলে আমাদের বসে থাকলে চলবে না। আর মূলতঃ

---

* যথাক্রমে পরিচালক- গবেষণা ও মূল্যায়ন, কর্মসূচী সমন্বয়ক- শিক্ষা বিভাগ ও [illegible]— গবেষক, ব্র্যাক।

এই কারণেই সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (যাদেরকে উন্নয়ন এনজিও নামে অভিহিত করা হয়) এগিয়ে এসেছে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা আর কর্মসূচীর মাধ্যমে। ব্র্যাক একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৮৫ সন থেকে ব্র্যাক অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি একটি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এই পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এই কার্যক্রম অনেক সফলতা আর আশার সঞ্চার করেছে। এখানে আমরা সেই কর্মসূচী নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা মূলতঃ পাঁচ বছরের পাঠক্রম - প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। এই নিয়ম চলে আসছে বৃটিশ আমল থেকে। ১৮৫৪ সনে চার্লস উড নামের একজন ইংরেজ এটি সুপারিশ করেন এবং তখন থেকেই এটা চালু হয়ে এসেছে। প্রাক-বৃটিশ যুগে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, প্রাক-বৃটিশকালে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় আশি হাজার মক্তব, পাঠশালা ইত্যাদি চালু ছিল[৪]। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সুফলভোগী যে এলিটরা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। গরীবদের জন্যে ঐ ব্যবস্থা মোটেও খোলা ছিল না। ইংরেজরা তাদের শাসনের শুরু থেকেই এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কিছুটা গুরুত্ব দিতে শুরু করে। তবে এই বদান্যতা যে তারা নিজেদের স্বার্থেই করেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই[৫]।

১৯৪৭ সনে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭-৭১ এই চব্বিশ বছরে তখনকার বিভিন্ন সরকার অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করে। বেশীরভাগ কমিশনই শিক্ষাকে ইসলামী করণের প্রতি জোর দেয়। শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কারের লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে ডঃ কুদরত-ই-খোদার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি যথা- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সাথে সংগতি রেখে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নে এ কমিশন সুপারিশ করে। ১৯৭৫ সনের পরিবর্তনের পর কমিশনের সুপারিশসমূহ সম্পর্কে আর বেশী কিছু শোনা যায়নি এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে এটাকে অস্বীকারও করা হয়নি। অবশ্য হালে বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪৬,০০০ প্রাথমিক স্কুল আছে যেখানে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। অনেকের মতে, এই স্কুল ও শিক্ষকের সংখ্যা বাংলাদেশের সব শিশুকেই শিক্ষার আলো দিতে সক্ষম[৬]। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না কেন? এর অনেকগুলো উত্তরের মধ্যে একটা হচ্ছে কম ভর্তি (Low enrolment) ও অত্যধিক ঝরে পড়ার হার (high dropout rate)। ভর্তি ও ঝরে পড়া হার সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া খুবই দুষ্কর। যে সব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর সঠিকতা সম্পর্কেও অনেকে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেছেন[৬]।

স্কুলের নীট ভর্তি হার ছেলেদের বেলায় ৬৭ এবং মেয়েদের বেলায় ৪৪। ঝরে-পড়া সম্পর্কিত পরিসংখ্যান আরও নৈরাশ্যজনক। একই সূত্র থেকে জানা যায়, যে সকল ছাত্র-ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাদের মাত্র ২০ ভাগ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উঠে। অর্থাৎ শতকরা আশিভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যেই ঝরে পড়ে। মেয়েদের বেলায় যে এই হার আরও হতাশাব্যঞ্জক তা বলাই বাহুল্য।

কম ভর্তি ও অত্যধিক ঝরে-পড়া এবং তার কারণসমূহ নিয়ে এ পর্যন্ত বেশ কিছু বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হয়েছে। এসব আলোচনা থেকে দেখা যায় নিম্নোক্ত কারণসমূহই এর জন্যে মূলতঃ দায়ীঃ শিক্ষকদের ঠিকমতো শিক্ষাদান না করা এবং অনুপস্থিত থাকা, স্কুলে বইপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব, ক্লাশ প্রতি অত্যধিক ছাত্রছাত্রী (প্রতি শিক্ষকের জন্য ৬৯ জন ছাত্র-ছাত্রী), স্কুলের দূরত্ব (বিশেষতঃ মেয়েদের জন্যে), গরীব ছাত্রছাত্রী বিশেষতঃ মেয়েদের প্রতি অবহেলা, ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার ভয়, ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান, অনুপযোগী পাঠক্রম, অননুমোদিত চাঁদা বা অন্যান্য ফিস ও বাচ্চাদের গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত থাকা[৬,৭,৮]।

১৯৯১ সনে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকার দেশ শাসন করছে। পূর্ববর্তী সরকার দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও মেয়েদের জন্যে গ্রামাঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগের কথা ঘোষণা করেছিল। ১৯৯২ সনে জানুয়ারী থেকে দেশের ৬৮টি উপজেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু হয়েছে। নতুন সরকার গণশিক্ষা কার্যক্রম নামে আরেকটি কর্মসূচী চালু করেছে। কিন্তু সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত না করে বা মূল সমস্যার পাশ কাটিয়ে নতুন নতুন কর্মসূচী কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হবে তা দেখার ব্যাপার।

একটি নতুন সম্ভাবনা ঃ ব্র্যাক স্কুল

ব্র্যাক একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। আজ থেকে বিশ বছর আগে অর্থাৎ স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে এর জন্ম। বেশীরভাগ এনজিও'র মত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। ব্র্যাক এখন এদেশের বৃহত্তম এনজিও গুলোর অন্যতম। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মীবাহিনী নিয়ে ব্র্যাক দেশের অনেকগুলো জেলায় বিভিন্ন ব্যতিক্রমধর্মী উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে আসছে, যার সুফল দেশবাসী পেতে শুরু করেছে[১০,১১]।

উপআনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (Non Fotmal Primary Education বা NFPE) ব্র্যাকের একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। উন্নয়নের জন্যে যে শিক্ষা অপরিহার্য এ সত্য প্রথম থেকেই ব্র্যাকের কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে। বয়স্ক বা ব্যবহারিক শিক্ষা ১৯৭২ সন থেকেই ব্র্যাক শুরু করেছে এবং এ পর্যন্ত হাজার হাজার গরীব মহিলা ও পুরুষকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে সংকট চলে আসছিল ব্র্যাক প্রথম থেকেই তা অনুধাবন করেছে। কিন্তু এর প্রতিফলন ব্র্যাকের কার্যক্রমে ঘটেছে অনেক পরে, আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে। গ্রামাঞ্চলে বছরের পর বছর কাজ করে উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যার উপলব্ধি এবং বিশ্লেষণ করার সৌভাগ্য হয়েছে ব্র্যাক কর্মীদের; সমাধানের কোনকোন কলাকৌশলও তারা আয়ত্ত করতে পেরেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের লব্ধ জ্ঞান এ ব্যাপারে নতুন কার্যক্রম নিয়ে চিন্তা ভাবনায় অবদান রেখেছে।

১৯৮৫ সনে মানিকগঞ্জ, মির্জাপুর ও ধামরাই উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এর কাজ শুরু হয়। এর মধ্যে ধামরাইতে ব্র্যাকের অন্য কোন কার্যক্রম ছিল না। প্রথমে ২২টি স্কুল খোলা হয়েছিল। আট থেকে দশ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা, যারা কখনও কোন স্কুলে যায়নি বা গিয়ে থাকলেও কোন কিছু শেখার আগেই ঝরে পড়েছে, এমন সব শিশুরাই এই স্কুলগুলোতে পড়ার সুযোগ পায়। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হয় :

(ক) ৮-১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি তিন বছর ব্যাপী যুগোপযোগী পাঠক্রম প্রণয়ন করা;

(খ) 'গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে আকর্ষণীয় ও প্রাসঙ্গিক এমন বই প্রণয়ন ও তার মূল্যায়ণ করা;

(গ) প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করা;

(ঘ) ছাত্র-ছাত্রীদের মাতাপিতা ও গ্রামের লোকজনদের কিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে বেশী ভাবে জড়িত করা যায় তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;

(ঙ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্যে নতুন ধরনের এবং উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবন করা; এবং

(চ) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের কাজে নিবেদিত এক শিক্ষকবাহিনী গড়ে তোলা।

উল্লেখিত বাইশটি স্কুল শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই ব্র্যাক বুঝতে পারে যে তারা সত্যিকারভাবেই সমস্যার গভীরে যেতে পেরেছে। যে দু'টি সমস্যা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রায় পঙ্গু করে রেখেছিল-ঝরে পড়া ও উপস্থিতির হার - সেই দুটো ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সাফল্য দেখা গেলো। তিন বছর শেষ হলে দেখা গেলো যে, শতকরা দু ভাগেরও কম ছাত্রছাত্রী এ তিন বছরে ঝরে পড়েছে। অথচ উপস্থিতির হার শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী।

এই সাফল্যের খবর ব্র্যাকের কার্যক্রমের বিভিন্ন এলাকায় খুব তাড়াতাড়ি পৌছে যায় এবং প্রতিটি স্থান থেকে স্কুল প্রতিষ্ঠার তাগিদ আসে। ১৯৮৮ সনে ব্র্যাক ১১-১৬ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীদের জন্য অনুরূপ একটি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। যেহেতু এই বয়সের ছেলেমেয়েরা তাড়াতাড়ি শিখে এজন্যে তিন বছরের স্থলে এদের পাঠক্রম দুবছরের মধ্যে শেষ করা

হয়। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত যে সমস্ত স্কুল শুরু হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারণী ১ এ দেয়া হলো।

সারণী ১ : ১৯৮৫–৯০ সনে খোলা ব্র্যাকে স্কুল ও ছাত্র–ছাত্রীদের সংখ্যা

সন	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর বয়স
১৯৮৫	২২	৬৭৬	৮-১০ বৎসর
১৯৮৬	১৫৪	৪৬৫২	৮-১০ বৎসর
১৯৮৭	৪১০	১২১০৫	৮-১০ বৎসর
১৯৮৮	২২৩	৬৬৯০	১১-১৬ বৎসর
১৯৮৯	১৬০৬	৪৮১৮০	৮-১০ ও ১১-১৬
১৯৯০	১০৬৪	৩৪৮১২	৮-১০ ও ১১-১৬
মোট	৩৪৭৯	১০৭১১৫	

ব্র্যাক স্কুলের বৈশিষ্ট্য

এখন এ সব স্কুল সম্পর্কে আরও কিছু আলোকপাত করব। আগেই বলা হয়েছে এই কার্যক্রমে শিক্ষার সংকট ও তার প্রতিকার পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করা হয়। নীচে ব্র্যাক স্কুলগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

ছাত্র–ছাত্রীদের বয়স : বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বয়স ধরা হয় ৬-১০ বৎসর। ব্র্যাক স্কুলে ঐ সব ছেলে মেয়েদের নেয়া হয় যারা কখনও স্কুলে যায়নি বা গিয়ে থাকলেও ঝরে পড়েছে। এই কারণে ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স ৮-১০। অবশ্য কিশোর-কিশোরীদের জন্যে যে স্কুল চালু আছে সেখানে বয়সের সীমা হলো ১১-১৬ বৎসর।

স্কুলে ছাত্র–ছাত্রীদের সংখ্যা : সরকারী প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অনেক বেশী হবার ফলে শিক্ষকরা সব ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি সমভাবে নজর রাখতে পারেন না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, একজন শিক্ষকের জন্যে সর্বোচ্চ ত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী যথেষ্ট। এর বেশী হলে শিক্ষকরা ভালভাবে পড়াতে বা শিখাতে পারেন না।

ছাত্র–ছাত্রী হার : বাংলাদেশে সামাজিক কারণবশতঃ মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ অনেক সীমিত। ব্র্যাক তাই সচেতনভাবেই মেয়েদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দিচ্ছে এবং প্রতিটি স্কুলে সত্তর ভাগ শিক্ষার্থী হচ্ছে মেয়ে।

ছাত্র–ছাত্রীদের আর্থ–সামাজিক অবস্থান : আমাদের সমাজে গরীব ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বিশেষভাবে বঞ্চিত। সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এমনভাবে বিন্যস্ত যে, এখানে শুধু

অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে মেয়েরাই পড়ার সুযোগ পায়। ব্র্যাক বাংলাদেশের গরীব জনগোষ্ঠীর জন্যে কাজ করে [১০] এবং ব্র্যাকের স্কুল কার্যক্রমেও এর উজ্জ্বল প্রতিফলন রয়েছে। ব্র্যাক স্কুলের সব ছাত্র-ছাত্রীই গরীব পরিবারের সন্তান এবং তাদের পিতামাতা অশিক্ষিত।

পরীক্ষা পদ্ধতি : ব্র্যাকের স্কুলে কোন পরীক্ষার প্রচলন নেই। শিক্ষকরা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি সমভাবে নজর দেন এবং নিশ্চিত করেন যে সবাই সমভাবে শিখছে। এ জন্য সার্বক্ষণিক মূল্যায়ণের ব্যবস্থা রয়েছে।

স্কুলের সময় : আমাদের সমাজে ছেলেমেয়েদের "সম্পদ " হিসেবে গণ্য করা হয়। অতি অল্প বয়সেই তারা পরিবারের বিভিন্ন কাজ যেমন মাঠে পিতার জন্য খাবার নিয়ে যাওয়া, গরু-বাছুর দেখা বা ছোট ভাইবোনদের যত্ন নিয়ে থাকে। ছেলেমেয়েরা যাতে পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিটি স্কুলের জন্য ভিন্নভিন্ন সময়সূচীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পিতা-মাতারাই ঠিক করেন দিনের কোন সময় তাদের গ্রামের স্কুল বসবে। প্রতিদিন আড়াই ঘন্টার জন্যে স্কুল বসে।

বাড়ীর কাজ : গরীব বা অশিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের বেশী হারে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হলো বাড়ীর কাজ (home task) সরকারী স্কুলে প্রচুর বাড়ীর কাজ দেয়া হয়ে থাকে। পিতামাতা অশিক্ষিত হলে তাদের ছেলেমেয়েরা ঠিকমত বাড়ীর কাজ সম্পন্ন করতে পারে না এবং এজন্য শিক্ষকের র্ভৎসনা সহ্য করতে হয়। এভাবে কিছুদিন চলতে থাকলে সে স্কুলে যাওয়া বাদ দিয়ে দেয়। ব্র্যাকের স্কুলে সাধারণতঃ কোন বাড়ীর কাজ দেয়া হয় না।

লুকায়িত খরচ : বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। কিন্তু বেতন ছাড়াও অনেক লুকায়িত খরচ আছে যা অভিভাবকদের মেটাতে হয়, (যেমন খাতা কলমের দাম, মিলাদ, খেলাধূলা, পরীক্ষার চাঁদা ইত্যাদি।[৮]। ব্র্যাকের স্কুলে কোন খরচই অভিভাবককে বহন করতে হয়না।

পড়াশুনার পরিবেশ : এখানে পড়াশুনার পরিবেশ খুব আকর্ষণীয়। পড়াশুনা ছাড়াও ছেলেমেয়েরা নাচ, গান, ছবি আঁকা, আবৃত্তি ইত্যাদি করে যা তাদেরকে স্কুলের প্রতি আরও আকৃষ্ট করে তোলে। এখানে কোন দৈহিক শাস্তি দেয়া হয় না।

গ্রামেই স্কুল : বাংলাদেশে প্রতিটি গ্রামে স্কুল নেই। গড়ে প্রতি তিনটি গ্রামে দু'টি করে স্কুল আছে। সামাজিক কারণে অনেক অভিভাবক তাদের মেয়েকে দূরবর্তী কোন স্কুলে পাঠাতে দ্বিধা বোধ করেন। ব্র্যাকের স্কুল যেহেতু গ্রামেই অবস্থিত অভিভাবকরা তাই অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করেন।

শিক্ষক : ব্র্যাকের স্কুলের প্রায় আশি ভাগ শিক্ষকই মহিলা। মহিলারা যে শিক্ষক হিসেবে অধিকতর উপযোগী এবং সফল সেটা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। প্রায় সব শিক্ষকই স্কুলের গ্রামের বাসিন্দা। এরা ন্যূনতম নবম শ্রেণী পাশ। বর্তমানে শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশই এস, এস, সি

পাশ। ব্র্যাকে নিয়োগের পর তারা বারো দিনের এক নিবিড় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। পরবর্তীতে প্রতিমাসে একদিনের এক সতেজক প্রশিক্ষণে তারা অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষকরা ৪২৫ টাকা থেকে ৪৭৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক পারিশ্রমিক পান। তারা চুক্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং কোন শিক্ষক ঠিকমত দায়িত্ব পালন না করলে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

গ্রামবাসীদের জড়িত করা : কোন উন্নয়ন কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করে সেই কর্মসূচীতে জনগণের অংশগ্রহণ কতটুকু তার উপর। ব্র্যাক বিশ্বাস করে যে, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল হতে হলে তাতে জনগণ তথা অভিভাবকদের জড়িত করতে হবে। এটা করা হয় দুটো উপায়ে : অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত আলোচনা ও স্কুল কমিটির সভার মাধ্যমে। অভিভাবকগণ প্রতিমাসে একবার আলোচনা সভায় মিলিত হন। মায়েরাই বেশী অংশ নেন এ সভায়। তা ছাড়া থাকেন স্কুলের শিক্ষক এবং ব্র্যাকের কর্মী। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা খোঁজ-খবর নেন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার অগ্রগতি ও আচারণগত পরিবর্তন সম্পর্কে। স্কুল কমিটিতে থাকেন একজন বাবা, একজন মা, একজন উৎসাহী ব্যক্তি এবং স্কুলের শিক্ষক। এ সভায় স্কুলের অগ্রগতি, সমস্যা, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। কোন শিক্ষার্থী স্কুলে অনুপস্থিত থাকলে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ অভিভাবককে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া ব্র্যাকের কর্মী ও স্কুলের শিক্ষক মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করেন।

তত্ত্বাবধান : প্রতি পনেরটি স্কুলের তত্ত্বাবধানে একজন সার্বক্ষনিক ব্র্যাক কর্মী নিয়োজিত আছেন। গড়ে সপ্তাহে দুই দিন তিনি প্রতিটি স্কুলে যান। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার অগ্রগতি, শিক্ষক/শিক্ষিকা সঠিক পদ্ধতিতে পাঠদান করছেন কি-না, স্কুলের বিশেষ কোন সমস্যা আছে কি-না, ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন। এই তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা ব্র্যাক স্কুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ছুটি : সপ্তাহে ছয়দিন এবং বছরে ২৬৮ দিন ব্র্যাক স্কুল খোলা থাকে। লম্বা ছুটি শিক্ষার অনুকুল নয়- এ বিশ্বাস ব্র্যাকের। সরকারী স্কুল সাধারণত দুইশত দিনের মতো খোলা থাকে।

স্কুল ঘর : ছোট্ট ২৪০ বর্গফুটের একটি কক্ষে স্কুল বসে। বাঁশের বেড়া ও টিনের চাল দিয়ে তৈরী এ ঘর গ্রামবাসীদের থেকে ব্র্যাক সামান্য টাকায় (বর্তমানে ১৬০টাকা) ভাড়া করে।

আসবাবপত্র : স্কুলে কোন চেয়ার টেবিল নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজী ইউ-এর মত করে শিক্ষকের দিকে মুখ করে মাদুরের উপর বসে।

পাঠক্রম : পাঠক্রমের দিক থেকে সরকারী স্কুলের সাথে ব্র্যাক স্কুলের তেমন কোন পার্থক্য নেই। প্রথম দুবছরে পড়া, লেখা এবং অংকে শিক্ষার মধ্যে দুটি স্কুলের কোন পার্থক্য নেই। তৃতীয় শ্রেণীতে ব্র্যাক স্কুলে বেশী জোর দেয়া হয় ব্যবহারিক অংকে শিক্ষায়। ব্র্যাকের সমাজপাঠ অবশ্য সরকারী স্কুল থেকে বেশ আলাদা। এখানে স্বাস্থ্য, সমবায়, প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক, জনসংখ্যা সমস্যা,

বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ব্র্যাক স্কুলের পাঠক্রমের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সহপাঠক্রমিক কাজ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের সুযোগ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক বর্ধন সাধন করা।

তৃতীয় শ্রেণীর শেষের দিকে সামান্য ইংরেজী শেখানো হয়। যারা ব্র্যাকের স্কুল শেষ করে সরকারী স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হবে তাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য এ ব্যবস্থা।

ব্র্যাক স্কুলে ছাত্র প্রতি খরচ : হিসেবে দেখা গেছে, একজন ছাত্র বা ছাত্রীর পেছনে বছরে পাঁচশত টাকা খরচ হয়। এটা সর্বমোট খরচ অর্থাৎ বইপত্র, খাতাকলম, শিক্ষকের বেতন, স্কুল ঘরের ভাড়া, ব্র্যাক কর্মীদের বেতন ও ভাতা, প্রধান অফিসের ব্যয়-সব মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রী প্রতি এই খরচ। একটি হিসেব অনুসারে এ খরচ সরকারী স্কুলের খরচের চেয়ে ২৫ থেকে ৬০ ভাগ কম।

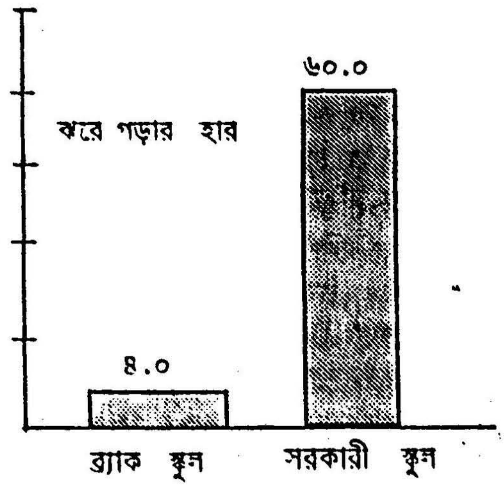

ছক ১ : তৃতীয় বর্ষ শেষে ঝরে পড়ার হার, সরকারী ও ব্র্যাক স্কুলে
সূত্র : ১৩

কিছু ফলাফল

১৯৯২ সনের প্রথম দিকে ছয় হাজারেরও বেশী ব্র্যাক স্কুল চালু ছিল। এ পর্যন্ত যতগুলো স্কুল শেষ হয়েছে সেগুলোতে শতকরা ৯৮ ভাগেরও বেশী ছেলেমেয়ে পুরো তিন বছর শেষ করেছে। অর্থাৎ পুরো তিনবছরে ঝরে পড়ার হার দু ভাগেরও কম। স্কুলে উপস্থিতির হার নব্বই ভাগের অধিক। বিশ্ব ব্যাংক-এর অনুরোধে ১৯৮৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ব্র্যাক স্কুলের একটি মূল্যায়ন পরিচালনা করে[১৩]। সে মূল্যায়নে প্রাপ্ত তথ্যের সারসংক্ষেপ এবং উক্ত মূল্যায়নের উপসংহার নীচে দেয়া হলো :

* ব্র্যাক স্কুলে শতকরা ৯৬ ভাগ ছেলেমেয়ে তাদের পূর্ণ তিন বছর লেখাপড়া সম্পূর্ণ করে। সরকারী স্কুলের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার হলো শতকরা ৪০ (ছক ১)।
* ব্র্যাক স্কুলে গড় উপস্থিতির হার শতকরা ৯০।
* ব্র্যাক স্কুল শেষ করে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী সরকারী প্রাথমিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে।
* ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী এবং কোনরকম জড়তা ছাড়াই বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।
* স্কুলে যেহেতু কোন বাঁধাধরা সময়সূচী নেই, অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে বেশী আগ্রহী।
* ব্র্যাক স্কুলে যে ছেলেমেয়েরা যায় তারা সবাই সমাজের অবহেলিত শ্রেণী থেকে এসেছে বিধায় বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয় না।
* ব্র্যাক স্কুলে একটি লাগাতার মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু আছে, যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা ভীতি দূর হয়েছে।
* ব্র্যাকের নিজস্ব কর্মীরা স্কুল ও শিক্ষকদের তদারকী করেন, যার ফলে স্কুলের যে কোন সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করা সম্ভব হয়।
* মূল্যায়ন উপলক্ষে নেয়া একটি পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে, ব্র্যাক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মতই ফলাফল করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারী

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজের শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন পরিবার থেকে এসেছে। অন্যদিকে ব্র্যাক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সমাজের অবহেলিত পরিবারগুলো থেকে এসেছে। কাজেই এই তুলনা অনেকটা অর্থহীন।

ভবিষ্যৎ কার্যক্রম

১৯৯২ সনের জানুয়ারী মাসে ব্র্যাক-এর মোট ৬০০৬টি স্কুল চালু ছিল। এসব স্কুলে প্রায় দুই লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে পড়াশুনা করছে। এ পর্যন্ত পাওয়া ফলাফল খুবই আশাব্যঞ্জক বিধায় ব্র্যাক এই কর্মসূচী আরও প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৯৭ সনের মধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্র্যাক মোট এক লক্ষ স্কুল চালু করবে (ছক ২)।

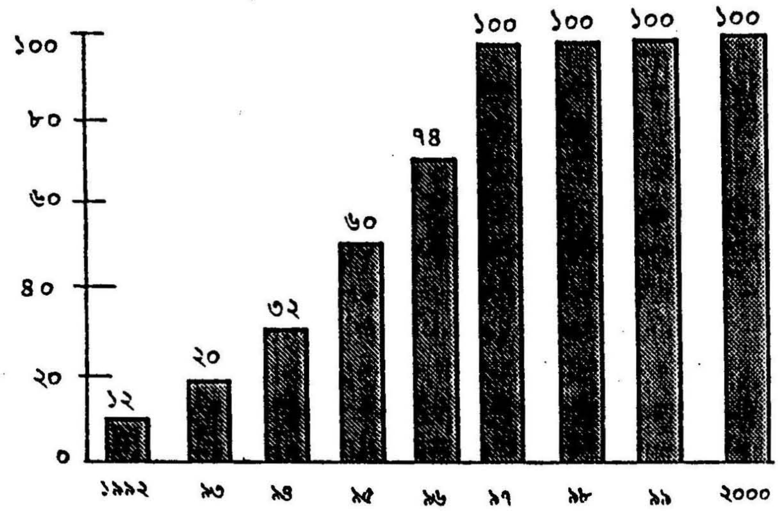

ছক ২ ঃ ব্র্যাকের প্রাথমিক স্কুলের প্রস্তাবিত বিস্তার

আলোচনা

উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও বাংলাদেশে এক হতাশাব্যাঞ্জক অবস্থা বিরাজ করছে। প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৪৪থেকে ৬৭ ভাগ মাত্র সরকারী প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়। এর মধ্যে প্রায় আশি ভাগ পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হবার আগেই ঝরে পড়ে। গত কয়েক দশকে সাক্ষরতার তেমন উন্নতি হয়নি যা আমাদের জন্যে খুব দুর্ভাগ্যজনক।

ব্র্যাক বাংলাদেশের একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি ১৯৮৬ সন থেকে ব্র্যাক একটি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, এই কর্মসূচীটি আশাতীত সফলতা অর্জন করেছে। তিন বছরে ঝরে পড়ার হার শতকরা দুই জনেরও কম। স্কুলে উপস্থিতির হার শতকরা নব্বই জনেরও বেশী।

প্রায় বিশ বছর ধরে ব্র্যাক বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যাদি খুব ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে যা ব্র্যাক তার নিজস্ব প্রাথমিক শিক্ষা

কার্যক্রমে সফলভাবে কাজে লাগিয়েছে। আমাদের শিক্ষা সমস্যা সমাধানে ব্র্যাকের কার্যক্রম যে একটি ব্যতিক্রম এবং নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এ উপলব্ধি থেকেই ব্র্যাক এই কর্মসূচী সম্প্রসারণের একটি উচ্চাকাংখী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে ব্র্যাক ছয় হাজারেরও বেশী স্কুল পরিচালনা করছে যার মাধ্যমে প্রায় দুই লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। ব্র্যাক এ কর্মসূচী চালু না করলে এরা কখনও শিক্ষার আলো পেতোনা। ব্র্যাকের কার্যক্রম বিশেষতঃ দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণীকে সেবা প্রদান করছে যা সরকারী পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদান করা খুবই দুরূহ। এই কার্যক্রমকে তাই সরকারের সমান্তরাল একটি কার্যক্রম হিসেবে দেখার কোনই অবকাশ নেই। এটাকে সরকারী প্রচেষ্টার সম্পূরক ও পরিপূরক হিসেবে দেখাই বেশী সংগত।

দেশের আপামর জনগণের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের দুর্বলতার কারণে এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করা সরকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কাজেই আগামী কয়েক বৎসর ব্র্যাকের মত সংস্থার প্রয়োজনীয়তা থেকেই যাবে। সরকারের তাই উচিত হবে এসব কার্যক্রমকে উৎসাহসহ সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা। পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৯৭ সন নাগাদ ব্র্যাক প্রায় একলক্ষ স্কুল পরিচালনা করবে যাতে প্রায় তিরিশ লক্ষ ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পাবে। এরকম একটা বিশাল কর্মসূচী পরিচালনা করার ক্ষমতা ব্র্যাকের আছে বলেই বিশ্বাস। কিন্তু যে বিষয়ে ব্র্যাক পুরোপুরি নিশ্চিত নয় সেটা হলো এর খরচ যোগানো। এ পর্যন্ত খরচ যোগাতে তেমন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যখনই খরচ বর্তমানের প্রায় বিশগুণ বেড়ে যাবে তখন একটা অনিশ্চিত অবস্থা হয়ে যাবে। বিদেশী সংস্থাসমূহের উপর শিক্ষার মত একটা কার্যক্রম চালাতে নির্ভর করা উচিত নয়। আমরা মনে করি এই কার্যক্রমের খরচ যোগাতে সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার মত একটি কার্যক্রমের খরচ সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে যোগান দেয়া উচিত। এর জন্যে বিদেশীদের উপর নির্ভরশীল থাকা আমাদের জন্য হবে ব্যর্থতা এবং চরম লজ্জার ব্যাপার।

তথ্যপঞ্জি/পাদটীকা

১। UNICEF . *The State of the World's children 1992*. New York. 1991

২। UNESCO . *Statistical yearbook, Paris, 1989*

৩। UNICEF . *Situation of children in Bangladesh, Dhaka, 1987*

৪। নিতাই দাস। *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬।

৫। C.R. Dss. *Primary education in Bangladesh in retrospect.* Dhaka, BRAC. 1988

৬। S. Gustavsson. *Primary education in Bangldesh : For whom ?* Dhaka, University Press Ltd. 1990

৭। C. H. Lovell and K. Fatema. *The BRAC Non Formal Primary Education Programme, Assignment Children.* New York, UNICEF, 1989

৮। BRAC. *Case Studies of Primary Education : The Bastia School,* Dhaka, 1991

৯। UNESCO. *Satistical Yearbook 1989, Paris, 1989*

১০। আ. মো. রা চৌধুরী ও অন্যান্য পল্লী দারিদ্র নিরসনে ঋণের প্রভাব, *উন্নয়ন বিতর্ক*, ১০ম বর্ষ, ১৯৯১

১১। আ. মো. রা চৌধুরী ও অন্যান্য উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা : ইপিআই কার্যক্রম প্রসংগ, *উন্নয়ন বিতর্ক*, ১০ম বর্ষ, ১৯৯১

১২। BRAC *Basic education for human developmet (proposal).* Dhaka, 1991

১৩। K. Begum and others. *An Evaluation of BRAC's Primary Education Programme.* Repeort submitted to the World Bank. Dhaka. 1989.